24 JAN 1992

তারিখ 27 JAN 1992
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

প্রাইমারী স্কুলের সমস্যা হচ্ছে শিশুদের ধরে রাখা

১৯৮০'র দশকটি ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বিপর্যয়ের দশক। ১০০টির অধিক উন্নয়নশীল দেশের উপর ইউনেস্কোর এক জরিপ দেখা গেছে, দুই–তৃতীয়াংশ দেশে ছাত্র প্রতি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং অর্ধেক দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির অনুপাত হ্রাস পেয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারণ হচ্ছে, ঋণ সংকটের কারণে বহু দেশ সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে লাখ লাখ শিশু, বিশেষ করে আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় শিক্ষিত হওয়ার এবং আগামী বছরগুলোতে নিজ এবং সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আফ্রিকার ক্ষতির পরিমাণ বিশেষভাবে তীব্র। ১৯৮০'র দশকের প্রথমার্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ব্যয় প্রায় ৩০% সঙ্কোচ করা হয়েছে। ফলে আফ্রিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে শিশু ভর্তির অনুপাত ১৯৮০ সালের ৮৪% থেকে ১৯৯০ সালে ৭০%–এ হ্রাস পেয়েছে।

কেবলমাত্র ঋণ সংকটই কারণ নয়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংরক্ষণে শিক্ষা নীতি এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য কর্মসূচী আরো কিছু করতে পারতো। কিন্তু কখনো কখনো প্রাপ্ত সম্পদ অনেকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে স্বল্প সংখ্যকের জন্য উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ করা হয়।

যদিও একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের পেছনে যে ব্যয় হয় তা দিয়ে ৫০ বা তর্তোধিক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া যায়, এবং যদিও হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতককে বেকারত্ব বরণ করতে হবে অথবা দেশ ত্যাগ করতে হবে, তদুপরি অনেক দেশ উচ্চ শিক্ষায় অসমানুপাতিক হারে সম্পদ বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। এই ভারসাম্যের সামান্য পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে সফল করতে পারতো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতি উভয় ক্ষেত্রে অধিকতর জাতীয় সুবিধা প্রদান করতে পারতো। সাহায্য কর্মসূচী এই পক্ষপাতকে আরো তীব্র করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্যের ১০%–এরও কম বিনিয়োজিত হয়েছে এবং ৫%–এরও কম গেছে প্রাথমিক শিক্ষায়।

১৯৯০ সালে শিশুদের জন্য বিশ্ব শিশু শীর্ষ সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৮০% শিশুর প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা অর্জনের লক্ষ নির্ধারণ করা হয়। সে লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। কারণ, ১৯৭০ দশকে তাঞ্জানিয়া এবং ১৯৮০'র দশকে জিম্বাবুয়ে ব্যতিক্রমী সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে সে প্রমাণ রেখেছে। বাংলাদেশে ব্রাকের বিদ্যালয়ের উদাহরণও প্রমাণ করেছে সেইসব শিশুদের (এবং বিশেষভাবে মেয়েদের) প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব, যারা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পদ্ধতিতে ভর্তি হয়েও বিদ্যালয় ছেড়ে দেয় এবং আর কখনো ফিরে আসে না। ব্রাকের এসব বিদ্যালয়ে পাঠরত অধিকাংশ শিশু পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে পুনরায় যোগ দেয়।

তবে ২০০০ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ঠিক সামনের বছরগুলোতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে নয়া অগ্রাধিকার পেতে হবে।

বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ঃ শিক্ষা

প্রাথমিকভাবে করণীয় ঠিক নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ কিংবা নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নয়। করণীয় হচ্ছে প্রদত্ত শিক্ষার মান যা ১৯৯০ দশকে সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারণ করবে।

আফ্রিকা ব্যতীত উন্নয়নশীল বিশ্বের সকল অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে ভর্তির হার ইতিমধ্যে উঁচু স্তরে পৌঁছেছে। অতএব, সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান মূল সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষ পর্যন্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং প্রতিটি মহাদেশের সংশ্লিষ্ট বয়স গ্রুপ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষে ভর্তির হার আফ্রিকায় এখনো মাত্র ৪৭%, এশিয়ায় (চীন বাদে) ৫৩% এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ৬৪%।

দারিদ্র্য এবং গৃহে ও কর্মস্থলে শিশুদের সহায়তার প্রয়োজন ছাড়াও বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়ার প্রধান কারণ প্রদত্ত শিক্ষার নিম্নমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা এবং মান এত অবশ্যম্ভাবী নিচু যে, ইউনেস্কোর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ''চক্ষু বুজে মেনে নেয়া ছাড়া পিতামাতা কিংবা শিক্ষার্থীদের আর কোন যুক্তিসঙ্গত উপায় নেই।''

— ইউনিসেফ ফিচার